ব্রি ধান৫৫

উফশী চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় জাতটি রোপা আউশ হিসাবে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ জাতটি ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

ব্রি ধান৫৫

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আগাম জাত
- অধিক ফলনশীল
- গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার
- চাল লম্বা, মাঝারি চিকন
- এক হাজার ধানের ওজন ২৩.৫ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৩%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৫ মধ্যম মাত্রা লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত)সহনশীল ও খরা সহিষ্ণু জাত। অতএব, এ জাতটি খরাপ্রবণ এলাকায় আউশ মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব। জাতটি আগাম হলেও অধিক ফলনশীল।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১০০ দিন।

ফলন

এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজতলায় বীজ বপন: ৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)।
২. চারার বয়স: ২০-২৫ দিনের চারা ।
৩. চারার সংখ্যা: প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।
৪. রোপণ দুরত্ব: ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।
৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
৫.১ মোট সার	২০	৭	১০	৫	০.৭

৫.২ ইউরিয়া সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষে সময় এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৫.৩ ইউরিয়া প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করা উচিত।

৬. আগাছা দমন: রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
৮. রোগ বালাই দমন: রোগ ও পোকার জন্য অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যক।
৯. ফসল কাটা : ৩০ শ্রাবণ- ২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট- ৪ সেপ্টেম্বর)

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd